Vol. 38 | No. 3 | 1995

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা ভাষায় আরবি-ফার্সি শব্দ ও অভিধান

Volume	38
Issue	3
Year	1995
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবু মূসা মো. আরিফ বিল্লাহ
Published online	June 1, 1995
DOI	10.62328/sp.v38i3.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v38i3.6
Pages	157-180
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৮ : সংখ্যা ৩

Check for updates

বাংলা ভাষায় আরবি-ফার্সি শব্দ ও অভিধান

আবু মূসা মো. আরিফ বিল্লাহ

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিদেশী শব্দের মধ্যে আরবি ও ফার্সি শব্দের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। বর্তমান আধুনিক ফার্সি প্রাচীন ফার্সির থেকে পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত হলেও বর্ণমালা-ব্যবহারসহ নানা দিক দিয়ে এর উপর আরবির প্রভাব সুস্পষ্ট। আবার ফার্সির মাধ্যমে এই *আরবির প্রভাব* বাংলার উপরও প্রত্যক্ষ করা যায়।

বাংলাদেশে ফার্সি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। ১৮৩৭ পর্যন্ত এটি ছিল এদেশের আইন ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের ভাষা। ফলে ফার্সি ভাষার চর্চা ছিল এখানে সাধারণ মানুষ থেকে কবি-সাহিত্যিক পর্যন্ত বিস্তৃত।

বাংলা ও আরবি-ফার্সি অভিধানের মধ্যে উইলিয়াম গোল্ডস্যাক প্রণীত *Mussalmani Bengali-English Dictionary*, গোলাম মাকসুদ হেলালী প্রণীত *Perso-Arabic Elements in Bengali* এবং হরেন্দ্র চন্দ্র পাল প্রণীত *বাংলা সাহিত্যে আরবি ফার্সি শব্দ* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই অভিধানত্রয়ের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন এবং বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি-ফার্সি শব্দের নানা দিক বিবেচনা করা হয়েছে বর্তমান নিবন্ধে।।

প্রভাষক, উর্দু ও ফার্সি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা ভাষায় ছয় সহস্রাধিক আরবি-ফার্সি শব্দ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ আরবি শব্দগুলোও এসেছে ফার্সির মাধ্যমে। ইরানের আদিবাসীগণ আর্য বংশোদ্ভূত ছিলো। এরা খৃ. পূ. চার থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে বসবাসযোগ্য ভূমির সন্ধানে "পামির" এলাকা থেকে ইরানের দিকে যাত্রা করেছিল [মকবুল বেগ ১৯৬৭ : ১৮]। প্রথমে এরা বর্তমানে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত প্রজাতন্ত্র তাজিকিস্তানের অর্ন্তগত সমরখন্দ ও বোখারা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলো। পরবর্তীকালে সংখ্যাবৃদ্ধি ও স্থানাভাবের কারণে খৃ. পূ. ১৫০০ থকে ১২০০ সালে এদের একটি দল খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করে ভারতে এবং অপর দলটি ইরানে প্রবেশ করে। ইরানি দলটির একটি অংশ উত্তর ইরানের কাস্পিয়ান সাগরের আশেপাশের উর্বর এলাকা মিডিয়ায় এবং অপর অংশ দক্ষিণ ইরানের উপকূলবর্তী এলাকা 'ফারস'-এ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। অতঃপর মিডিয়ায় আলমাদ রাজবংশ এবং 'ফারস'-এ "হাখামানশি" রাজবংশ নামে দুটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে ফারস-এর হাখামানশি রাজবংশ অধিকতর উন্নতি সাধন করে এবং এক পর্যায়ে মিডিয়া দখল করে নিজেদের শাসনাধীনে নিয়ে আসে। তখন থেকেই সমগ্র এলাকা 'ফারস' নামে অভিহিত হয় [মকবুল বেগ ১৯৬৭ : ৭৭]। উল্লেখ্য যে, ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত পাশ্চাত্যেও ইরান পারস্য নামেই পরিচিত ছিল। এরপর ইরানে বিভিন্ন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে এদের রাজত্বকালকে কয়েকটি স্তরে বিন্যস্ত করা যায় : (ক) পিশদাদি যুগ, (খ) কিয়ানি যুগ (এ দুটি যুগের সঠিক সময় এবং ঐতিহাসিক বিচার খুবই জটিল)। মূলত হাখামানশী যুগ (খৃ. পূ. ৫৫০-৩৩০) থেকেই সার্বিক বিচারে ঐতিহাসিক বিন্যাস সম্ভব হয়েছে, (গ) গ্রিক যুগ (খৃ. পূ. ৩৩০-২৪৯), (ঘ) আশকানি যুগ (খৃ. পূ. ২৪৯-২২৬), (ঙ) সাসানি যুগ (খৃ. পূ. ২২৬-৬৫২ খ্রিষ্টাব্দ), ও (চ) মুসলিম যুগ (৬৫২—বর্তমানের ইসলামি প্রজাতন্ত্রের যুগ)।

ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে প্রাচীন ইরানে দুটি ভাষাই প্রসিদ্ধ ছিল। আভেস্থা ভাষা ও প্রাচীন ফার্সি ভাষা।

আভেস্তা ভাষা : আভেস্তা ইরানে ধর্মীয় ভাষার মর্যাদা পেয়েছিল। কেননা যারতুশতীয় ধর্মমতের প্রবক্তা ইরানের আদি ধর্মগুরু 'যারতুশত' প্রবর্তিত ধর্মগ্রন্থ "কিতাবে আভেস্থা" এ ভাষায়ই লিখেছিলেন। এই আভেস্তা নাম থেকেই এ ভাষা আভেস্তা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। উত্তর ইরানের মিডিয়া এলাকায় এ ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, মিডিয়া এলাকায় পিশদাদি ও কিয়ানি যুগে মাদ সম্প্রদায়ের যে সমস্ত বাদশাহ রাজত্ব করেছিলেন, তারাও এ ভাষা ব্যবহার করতেন [সালিম নিছারি ১৩২৮ : ১]। খ্রিষ্টপূর্ব ১১০০ সালে যারতুশত-এর উত্থান ঘটেছিল। তাঁর লিখিত *আভেস্তা* গ্রন্থে কল্পিত দেবতা 'আহুরমাজদা'-এর

স্তুতি, স্রষ্টার উপাসনা, ভাল কাজের প্রশংসা, মন্দ কাজের নিন্দা ইত্যাদি ধর্মীয় বিষয়াদির উল্লেখ রয়েছে। আরও লক্ষণীয়, এ গ্রন্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন যে অংশ পাওয়া যায় তা গাঁথা নামে পরিচিত। এ অংশে গজল ও কবিতার মাধ্যমে খোদার প্রশংসা ও বিভিন্ন নৈতিক বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। বিস্ময়ের ব্যাপার যে, এ গ্রন্থের কবিতা ও গজলগুলোতে কবিতার মাত্রাগত গুণের প্রতিও বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে [শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৭০ : ৬]। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, উপমহাদেশের আদি ধর্মীয় ভাষা সংস্কৃতের সাথে এ আভেস্তা ভাষার বেশ সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় এবং আরও জানা যায় যে, যারতুশত-এর সমসাময়িককালে ইরানি ও ভারতীয়রা একই ভাষায় কথা বলত [সালিম নিছারি ১৩২৮ : ২]।

প্রাচীন ফার্সি : এ ভাষা সাংকেতিক মিখ বা পেরেক আকৃতির চিহ্নবিশেষের মাধ্যমে লিখা হত। খৃ. পূ. ৫৫০ সালে হাখামানশিদের যুগে এ ভাষার প্রচলন ছিল। প্রাচীন ইরানের প্রথম রাজধানী কেরমানের "বিসতুন-পর্বত", "তাখতে জামশিদ", "নাকশে রোস্তম" ইত্যাদি শিলালিপিতে এ ভাষার নির্দশনগুলো এখনও অক্ষত রয়েছে। এ পর্যন্ত যে সমস্ত শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে বিভিন্ন বাদশার পরিচয়, শাসননীতি, অধ্যাদেশ, চরিত্র, ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে।

পাহলভি ভাষা : আশকানিযুগে (খৃ. পূ. ২৪৯-২২৬) পাহলভি নামে ইরানে আর একটি ভাষার উৎপত্তি হয়। এটি মূলত আভেস্তা ও প্রাচীন ফার্সির বিবর্তিত রূপ। পরবর্তীতে সাসানিদের রাজত্বকালে (খৃ. পূ. ২২৬-৬৫২ খ্রিষ্টাব্দ) এ ভাষার উচ্চারণ ও আঙ্গিকে উৎকর্ষ সাধিত হয়। আশকানি ও সাসানিদের রাজত্বকাল মিলে প্রায় এক হাজার বছরব্যাপী এ ভাষা ইরানে প্রাচলিত ছিল। আশকানি যুগে পাহলভি ভাষায় বেশ কয়েকটি বই লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু দু'চারটি ছাড়া সেগুলোর কোনো অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায় না [সালিম নিছারি ১৩২৮ : ৪]। প্রাচীন ইরানের ইতিহাসে সাসানিদের রাজত্বকালকেই স্বর্ণযুগ বলে মনে করা হয়। এ যুগেই ইরানের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভূত উন্নতি লাভ করে। এরাই প্রথমে গ্রিক ও ভারতীয় মূল্যবান বইপত্র "পাহলভি" ভাষায় অনুবাদ করতে শুরু করে। স্মর্তব্য যে, বিখ্যাত সাসানি সম্রাট নওশের ওয়ান ভারতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "পঞ্চতন্ত্র" পাহলভি ভাষায় অনুবাদ করান [সালিম নিছারি ১৩২৮ : ৭]। পরবর্তীতে সাসানি যুগের (৮৭৪-৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ) অন্ধ-কবি রুদাকি এর কাব্যনুবাদ করেছিলেন [নছরতুল্লাহ মঈনিয়ান ১৯৬১ : ৩০৯]। আরব ঐতিহাসিক ইবনুল মোকাফফা আরবি অনুবাদ করে এর নাম দিয়েছিলেন *কালিলা ওয়া দিমনা* [SARTOON ১৯৭৪ : ৪০৫]। পাহলভি ভাষায় বেশ কিছু রম্য রচনা, ঘটনাপঞ্জি, ছোট গল্প, কবিতা, গান ইত্যাদি রচিত হয়েছিল এবং এগুলোর প্রসিদ্ধ কিছু কিছু পরবর্তীতে ফার্সি কবিরা

ফার্সি ভাষায় কাব্যানুবাদ করেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ : *খসরু ও শিরিন, রোস্তামনামা, বাহরামনামা, ইসকান্দারনামা* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও সাসানিযুগের *হাজার দাস্তান* এর ফার্সি অনুবাদ থেকে আরবি ভাষায় *আলফ-লাইলা ওয়া লাইলা* (হাজার এক রজনী) নামে অনুদিত হয়েছিল বলে অনেকে দাবি করেন [সালিম নিছারী ১৩২৮ : ৮]। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাচীন ইরানিরা বিশেষতঃ সাসানিযুগ মোটেই পশ্চাদপদ ছিল না; বরং পরবর্তীতে সাসানি ও গজনভি যুগে (৮৭৪-৯৯৮ খ্রি.) ফার্সি সাহিত্য বিশ্বব্যাপী যে আলোড়ন তুলেছিল তার উৎস সাসানিযুগের পাহলভি সাহিত্যসম্ভারেই লুক্কায়িত ছিল।

আধুনিক ফার্সি ভাষা : শেষ সাসানি সম্রাট তৃতীয় ইয়াযদগারদ (৬৪৩-৬৫২ খ্রি.) এবং ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে কয়েকটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর মুসলিম বাহিনী কর্তৃক ইরান দখলের পরে ইরানের জনগণ বিপুলভাবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। ফলে ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় দুটি কারণে সাসানিদের প্রচলিত পাহলভি ভাষা আরবি ধারায় ধীরে ধীরে ফার্সিতে রূপান্তরিত হতে থাকে। পাহলভি বর্ণমালা পরিবর্তন করে আরবি বর্ণমালায় পরিণত করা হয়। তবে কিছু কিছু পাহলভি বর্ণের আরবি প্রতিবর্ণ না থাকায় আরবি 'বে' হরফের নীচে তিনটি নোক্তা লাগিয়ে পে, আবার জিমের পেটে তিনটি নোক্তা বসিয়ে 'চে' 'যে' হরফের উপরে তিনিটি নোক্তা বসিয়ে ঝে, 'কাফ' হরফের উপর একটি টান দিয়ে গাফ বর্ণ তৈরির মধ্যে দিয়ে আরবি ভাষাবিদের সহযোগিতায় আধুনিক ফার্সি ভাষার রূপান্তর হয়। আধুনিক ফার্সির উৎপত্তি এবং পাহলভি সাহিত্য ইসলামি ধ্যান-ধারণার অনুকুল না হওয়ায় এর প্রতি জনগণের আকর্ষণ কমে যায়। এভাবেই পাহলভি ভাষার ন্যায় পাহলভি সাহিত্যের অনেক বই-পুস্তক বিলুপ্ত হয়ে গেছে [রেজা জাদেহ শাফাক ১৯৭৪ : ১০৪-৫]।

উপমহাদেশে ফার্সি : অতি প্রাচীনকাল থেকেই উপমহাদেশের সঙ্গে ইরানের গভীর সম্পর্কে বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহেরুর একটি বক্তব্য প্রাণিধানযোগ্য :

> Among the many nations and people that have come into contact with India and left their mark on her life and culture, the oldest and the most consistent are the Iranians [SHOJAKHANI ১৯৯৫ : V].

ইসলামপূর্ব ইরানের সঙ্গে উপমহাদেশের সম্পর্কের বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বেই অলোকপাত করেছি। ঐ পর্যায়ে আরবদের ইরান দখল এবং প্রাচীন ফার্সি থেকে

আধুনিক ফার্সি ভাষার বিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের অবশিষ্ট আলোচনায় উপমহাদেশে ফার্সি ভাষার ক্রমবিকাশ বিশেষত বাংলা ভাষায় আরবি-ফার্সি শব্দাবলির সমন্বয়ের বিষয়ে কয়েকটি পর্যায়ে আলোচনা করা হবে।

বণিক ও সূফীদের ভূমিকা : ইসলামের প্রাথমিক যুগের ধর্মপ্রচারকগণের অধিকাংশই ছিলেন সূফী সম্প্রদায়ভুক্ত। এ সকল সূফী-দরবেশগণ ব্যবসায়ী, আমীর রাজপুত্রদের কাফেলা ও সৈন্যবাহিনীর সাথে সাথে অগ্রসর হয়ে ইসলামি বিশ্বের বাইরে অবস্থান গ্রহণ করে জনগণের মধ্যে ইসলামের অমিয় বাণী ছড়িয়ে দিতেন। তাদের সংস্পর্শে এসে দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে। এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ এসব ইরানী সূফী দরবেশদের হাতেই ইসলামে দীক্ষিত হয়ে ধর্ম ও মাযহাব, বিশেষত কোরান ও সুন্নাহর যাবতীয় বিষয়াদি সম্বন্ধে আরবি ও ফার্সি ভাষায় জ্ঞান লাভ করেছেন। এদিক থেকে সূফীদের অত্র এলাকায় আগমন এবং ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদির উপর তাঁদের গ্রন্থ প্রণয়ন এতদঞ্চলে ফার্সি ভাষার বিস্তার ও উন্নয়নে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। সাইয়্যেদ আলী ইবনে উসমান হাজভিরী (রহ:), খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী (রহ:), শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী (রহ:), সাইয়্যেদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সেমনানী (রহ:), আমীর সাইয়্যেদ আলী হামাদানী (রহ:) প্রমুখ প্রত্যেকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে মহান দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

সাইয়্যেদ আলী উসমান হাযভিরী (রহ:) ৪৩১ হিজরীর (১০৪০ খ্রিষ্টাব্দ) পর লাহোরে আগমন করেন এবং "কাশফুল মাহজুব" নামে আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর প্রথম একটি গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থটিকেই উপমহাদেশের প্রথম ফার্সি গদ্যগ্রন্থ হিসেবে মূল্যায়ন করা হয় [ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ১৩৭০ : ১২]।

মুসলিম শাসকদের ভূমিকা : ফার্সি ভাষার বিস্তার ও উন্নয়নে বণিক ও সূফীদের ভূমিকা ছিল এটা সত্য; তবে ভারতে মুসলমানদের বিজয় অভিযান এবং রাষ্ট্র গঠনের ফলেই ফার্সি এ এলাকার দরবারি বা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং দ্রুত উপমহাদেশব্যাপী বিস্তার লাভ করে।

ঐতিহাসিকদের মতে উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালিদ-এর সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম ৯৩ হিজরী সালে (৭১১ খ্রিষ্টাব্দ) ভারত আক্রমণ করে সিন্ধু এলাকা দখল করেন। নাসিরউদ্দীন সবুক্তগীন ৩৭৬ হিজরীতে উপমহাদেশে প্রবেশ করে পেশোয়ার অধিকার করেন [ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ১৩৭০ : ১২]। সুলতান মাহমুদ গজনবী ১০০০ খ্রিষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করে বিজয়ী হন এবং পাঞ্জাব নিজ অধিকারে আনেন। মাহমুদ ১০০১ থেকে ১০৩০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ১৭ বার ভারত আক্রমণ

করেন এবং পশ্চিমে গুজরাট থেকে পূর্বে কুনুজ পর্যন্ত উত্তর ভারতের সমগ্র এলাকা দখল করেন। সুলতান মাহমুদের রাজধানী ছিল লাহোর এবং তাঁর দরবারের ভাষাও ছিল ফার্সি। গজনভিদের সৈন্যবাহিনীতে হাজার হাজার ইরানি সৈন্যের উপস্থিতির ফলে ফার্সি ভাষা, সাহিত্য ও কৃষ্টি এতদঞ্চলে শক্তিশালী ভিত্তি রচনা করে এবং লাহোর জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রে পরিণত হয়।

গজনভি যুগের প্রসিদ্ধ কবিদের মধ্যে আবুল ফারাজ বিন মাসউদ রুনী, মাসাউদ সায়াদ সালমান, রাবেয়া বিনতে কাব, উসমান মোখতারী, সাইয়্যেদ হাসান গজনভী এবং সানায়ী উল্লেখযোগ্য [জাবিহুল্লাহ সাফা ১৩৬৩ : ৫]।

সুলতান শাহাবুদ্দীন ঘুরী ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লী আক্রমণ করেন। দিল্লী অধিকার করে ঘুরী দিল্লীতে রাজধানী স্থাপন করেন। ঘুরীর সেনাপতিগণ বাংলা পর্যন্ত তাদের বিজয় প্রসারিত করেন। ফলে ফার্সি ভাষা লাহোর থেকে প্রথমত দিল্লীতে, অতঃপর ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশব্যাপী বিস্তার লাভ করতে থাকে [খাজা নিজামুদ্দীন আহমদ ১৯২৭-৩১ : ৩৭]। অতঃপর মোঘল শাসনামলে ফার্সি ভাষা ও সাহিত্য উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করে। এ দীর্ঘ সময়ে অসংখ্য বই পুস্তক ও সরকারি দলিল ফার্সি ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়। এ প্রসঙ্গে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের দিল্লীস্থ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের এম. বি. কারিমিয়ানের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> Many Iranian books were translated into Persian and similarly books were published in India. So much so that the number of Persian books published in India was sometimes larger than the number of Persian books published in Iran in particular period of time. Even the number of books brought out by some publishing house in India like the Munshi Noval Kishore printing press.Lucknow, was larger than that of the publications of the biggest publishing contres in Iran and what is more important is the fact that the first editions of some Persian texts were published in India [SHOJAKHANI ১৯৯৫ : V-VI]।

বাংলাদেশে ফার্সি চর্চা

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই বণিক ও সুফী দরবেশদের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও ফার্সি ভাষার চর্চা শুরু হয়। তবে এসব কর্মকাণ্ড ছিল সূফীদের ভক্ত অনুরাগী ও খানকাহ, দরগাহ-ভিত্তিক অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

মূলত মুসলিম শাসনের পর থেকেই ফার্সি চর্চার ধারা সার্বিক অর্থেই ব্যাপকতা লাভ করে। আর বখতিয়ার খালজীর বঙ্গ-বিজয়ের মধ্য দিয়ে এ ধারা সূচিত হয়। বখতিয়ারের দরবারের ভাষা ছিল ফার্সি। তিনি উত্তর বাংলার রংপুর অঞ্চলে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে, এ সমস্ত মাদ্রাসা থেকেই এতদঞ্চলে আরবি-ফার্সি শিক্ষার সূচনা হয়। উল্লেখ্য যে, ফার্সি ছয়শত বছরেরও অধিককালব্যাপী অর্থাৎ খালজীদের সময় (১২০৩ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে ইংরেজির আধিপত্য বিস্তার (১৮৩৭ খ্রি.) পর্যন্ত এতদঞ্চলের রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল [WASTI ১৯৬৮ : ১৫৯]। এ দীর্ঘ সময়ে শত শত কবি ফার্সি ভাষায় কবিতা লিখেছেন এবং হাজার হাজার গ্রন্থ ফার্সি ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। বর্তমানে পাণ্ডুলিপি অথবা মুদ্রিত গ্রন্থের আকারে এ সমস্ত গ্রন্থ ও কাব্যকর্মের নিদের্শনাবলি উপমহাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থগারে সংরক্ষিত আছে। এতদঞ্চলের কোনো কোনো ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে ইরানের চেয়েও অধিক পরিমাণে ফার্সির চর্চা অব্যাহত ছিল। এ ছাড়াও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের মধ্যে *সুলতানুল আখবার*, *দুরবীন*সহ ৫/৬টি ফার্সি পত্রিকা কলিকাতা হতে নিয়মিত প্রকাশিত হওয়া থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ফার্সি এতদঞ্চলের শিক্ষিত সাধারণ মানুষের ভাষায় পরিণত হয়েছিল।

দিল্লীর সম্রাট গিয়াসুদ্দীন বলবনের পুত্র বগরা খানের শাসনামলে (১২৮১-১২৯১ খ্রি.) দিল্লী থেকে বাংলাদেশে আগত কবি ও সাহিত্যিক শামসুদ্দীন কবীর ও কাজী আমীর প্রমুখের সহায়তায় বাংলাদেশে ফার্সি ভাষা প্রভূত উন্নতি লাভ করে এবং বগরা খানের আমন্ত্রণে উপমহাদেশের বিখ্যাত ফার্সি কবি আমীর খসরু বাংলাদেশে আসেন [শিবলী নোমানী ১৩২৫ : ৮৬-৮৭]।

বগরা খানের পুত্র রোকনুদ্দীন কায়কাউসের রাজত্বকালে (১২৯১-১৩০১ খ্রি.) বিখ্যাত হাম্বলী ধর্মতত্ত্ববিদ শেখ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা তৎকালীন বাংলার রাজধানী সোনারগাঁওয়ে *ফিকহ* (ইসলামী আইন) বিষয়ে *নামে-এ-হক* নামে ফার্সি ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থটি দশ খণ্ডবিশিষ্ট; এতে ১৮০টি কবিতা স্থান পেয়েছে [আবদুল করিম ১৯৭৭ : ৫১৮]। আবু তাওয়ামা সোনারগাঁওয়ে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মধ্যবাংলার রাজধানী সোনারগাঁও সম্রাট গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের শাসনামলে (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রি.) সাহিত্যিক, *ফিকহ*-শাস্ত্রবিদ, লেখক ও প্রসিদ্ধ কবিদের কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। এ যুগেই অধিক পরিমাণে ফার্সি গদ্য ও কাব্যসাহিত্যের বিকাশ ঘটে। এস. এম. ইকরাম-এর মতে 'সম্ভবত এটাই ছিল বাংলাদেশে ফার্সি সাহিত্যের স্বর্ণযুগ' [IKRAM ১৯৫৫ : ১১২]।

হুসাইন শাহী রাজবংশের রাজত্বকালে ফার্সি-আরবির বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। আলাউদ্দীন হুসাইন শাহের (১৪৯৩ -১৫১৯ খ্রি.) জ্ঞানসেবা ইতিহাস স্বীকৃত। এখনও গৌড় ও পণ্ডুয়ায় (মালদহে) তাঁর নির্মিত সৌধরাজির গাত্রে উৎকীর্ণ আরবি-ফার্সির শিলালিপিসমূহ এ ভাষা দু'টির বহুল চর্চা ও সমাদৃতির স্মৃতি বহন করছে [মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ১৯৮৩ : ২৭]।

মুগল আমলে বাংলাদেশে বিশেষত ঢাকায় ফার্সি সাহিত্য অভূতপূর্ব সমৃদ্ধিলাভ এবং আমাদের ভাষায়, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। এ প্রসঙ্গে মুহম্মদ এনামুল হকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> মুঘল আমলেই বাংলাদেশে ফার্সী ভাষার চর্চা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। প্রাক-মোঘল আমলে এ দেশে রাজকার্য নির্বাহের ভাষা ফার্সী থাকিলেও ধর্মীয় ভাষারূপে মুসলমানদের মধ্যে আরবী ভাষার চর্চা প্রধান ছিল। মুঘল আমলে শুধু রাজকার্যে নহে, জীবনের প্রতিক্ষেত্রে ফার্সী ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হইতে থাকে [মুহম্মদ এনামুল হক ১৯৬৫ : ১৩১]।

১৮৮২ সালে হান্টার-শিক্ষা-কমিশন-এ সাক্ষ্যদানকালে আরবি-ফার্সির তৎকালীন সামাজিক গুরুত্ব উদঘাটন প্রসঙ্গে নওয়াব আবদুল লতীফ (১৮২৮-৯৩ খ্রি.) বলেন :

> Unless a Mohamedan is a Persian and Arabic scholar, he cannot attain a respectable position in Mohamedan society, i.e. he will not regarded as a scholar, and unless he has such a position, he can have no influence in the Mohamedan community [HAQUE ১৯৬৮ : ১৯৬]।

উল্লেখ্য যে, উনবিংশ শতাব্দীতে মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলন ও আধুনিক গ্রন্থাগার স্থাপিত হওয়ায় ফার্সি-চর্চা প্রসার লাভ করে। পূর্বের ন্যায় এ শতব্দীতেও মুসলমানদের পাশাপাশি হিন্দু রাজা-মহরাজা রাও ফার্সি সাহিত্যচর্চায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও হিন্দু ধর্মের সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রি.) ফার্সি ভাষায় তাওহীদ বিষয়ে *তোহফাতুল মুওয়াহহিদীন* নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

ব্রিটিশ শাসনামলে ফার্সি ও এর অবলুপ্তি

ব্রিটিশ শাসনের প্রথম শত বছর অবধি এদেশে ফার্সিচর্চা অব্যাহত ছিল। মুন্সি সলিমউল্লাহর *তারিখে বাংগালা* (১৮৬৩ খ্রি.), গোলাম হোসেইন তাবাতাবায়ীর *সীরুল মোতাআখখেরীন* (১৭৮৩ খ্রি.), গোলাম হোসাইন সেলিমের *সিরাজুস সালাতীন* (১৭৮৭-৮৮ খ্রি.) ইত্যাদি এ যুগের উল্লেখযোগ্য ফার্সি রচনার অন্তর্ভূক্ত। বাংলাদেশে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের পরও পরবর্তী ৮০ বৎসর (১৭৫৭-১৮৩৭ খ্রি.) ইংরেজরা ফার্সিকেই রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়েছিলো।

ইংরেজ সরকার শেষ পর্যন্ত ফার্সি ভাষাকে মুসলিম *আকিদা* ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বাহন হিসাবে মূল্যায়ন করে এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করে ব্রিটিশ আমলাদের উর্দু ভাষা শিক্ষা দান এবং ভারতীয় সভ্যতা ও মন-মানস উপলব্ধির কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ব্রিটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে উর্দু সাহিত্যচর্চা বৃদ্ধি পায় [মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ১৯৮৩ : ৬০]। অবশেষে ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এক বিশেষ ফরমান-বলে ভারতের অফিস-আদালতে ফার্সি ভাষার ব্যবহার বন্ধ করে দেন।

এই ফরমান বাতিলের দাবিতে কলিকাতার মুললিম সুধীসমাজের পক্ষ থেকে প্রায় আট হাজার দস্তখত সম্বলিত একটি স্মারকলিপি ব্রিটিশ সরকারের নিকট পেশ করা হয় [MAHMOOD ১৮৯৫ : ৫৩-৫৪]। ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা থেকেও ৪৮১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির দস্তখত সম্বলিত অনুরূপ আর একটি স্মারকলিপি ঢাকার বিচারপতি জে. এফ. জি. কুকের মাধ্যমে বাংলা সরকারের নিকট পেশ করা হয়। লক্ষণীয় যে, এসব দস্তখতকারীদের মধ্যে ১৯৯ জন ছিলেন হিন্দু [আবদুস সাত্তার ১৯৫৯]

বাংলা ভাষায় আরবি-ফার্সি শব্দ

খ্রিষ্টপূর্ব যুগ থেকেই ব্যবসাসূত্রে আরব দেশসমূহের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ঘটেছিল। এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হওয়ার এবং মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই অনেক আরবি শব্দ এদেশীয় ভাষায় প্রবেশ করে থাকতে পারে। এর কিছু নিদর্শন চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়।

এতদ্ব্যতীত হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (৮৭২ খ্রি.), শেখ বাবা আদম শহীদ (১১১৯ খ্রি.), শেখ নিয়াতুল্লাহ বাদাখশানী, শেখ আহমদ তাকী (১১৬৯ খ্রি.), শেখ মীর সুলতান মুহাম্মদ, শেখ মোহাম্মদ রুমী (১৫৫৩ খ্রি.) প্রমুখ সুফী দরবেশগণ চট্টগ্রামসহ বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামের জীবনধারার সঙ্গে জনগণকে পরিচিত

করে তোলেন। এভাবেও এতদঞ্চলের ভাষায় আরবি-ফার্সি শব্দ অনুপ্রবেশ করেছে। এর্ছাড়া আরব বণিকদের অনেকেই চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিলেন এবং অনেকেই বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধও হয়েছিলেন। এর ফলে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে এমন কিছু আরবি শব্দাবলি পাওয়া যায়, যা বাংলা ভাষায় লিখিত সাহিত্যে সচরাচর দেখা যায় না [ALI ১৯৮৩ : ১০-১১]।

কালের বিবর্তনে ও ঐতিহাসিক পরিক্রমায় আজকের আধুনিক সভ্যতা বিংশ শতাব্দীর সমাপ্তি-সন্ধিক্ষণে এসে দাড়িয়েছে। এ সন্ধিক্ষণে এসে আমরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে হাজার হাজার আরবি-ফার্সি শব্দের প্রয়োগ দেখতে পাচ্ছি, এটাই বাস্তব সত্য। এ প্রসঙ্গে এ. কে. ফজলুল হকের কন্যা রইসী বেগমের উক্তি স্মর্তব্য :

> ইংরেজ শাসনের পূর্বেও বাংলাদেশে মুসলমান ও অন্যান্য জাতির লোকেরা বাস করতো। সে সময় সরকারী ভাষা ছিল ফার্সী। হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মের জনগণ আরবী ও ফার্সী মিশ্রিত উর্দু বা বাংলা ভাষায় কথা বলতো [সৈয়দ মুস্তফা আলী ১৯৭০ : ১৪২]।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রচুর আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহৃত হতো। এ বিষয়ে মুহম্মদ এনামুল হক বলেন :

> মুঘল আমলের প্রায় অধিকাংশ বাংলা সাহিত্য বিশেষ করিয়া মুসলিম বাংলা সাহিত্য ফারসী ভাষার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে ভরপুর হইয়া উঠে [মুহম্মদ এনামুল হক ১৯৬৫ : ১৩২]।

নিম্নে বাংলা ভাষায় প্রচলিত কিছু ফার্সি ও আরবি শব্দ দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলে ধরা হলো :

ফার্সি শব্দাবলি :

আইন আদালত সংক্রান্ত : আইন, আসামি, জরিমানা, জেরা, অছিয়তনামা, তামাদি, দারোগা, নালিশ, পেয়াদা, পেশকার, ফয়সালা, ফরিয়াদ,ফরিয়াদি, রায়, সালিশ, পারওয়ানে, ফরমান, মুনশি, দস্তুর ইত্যাদি।

রাজ্য ও যুদ্ধবিগ্রহ সম্বন্ধীয় : জমিদার (মূল ফার্সি যামিনদার), তখত, তহসিলদার, তালুক, তালুকদার নবাব, বাদশাহ, বেগম, বাহাদুর, কামান, খাযানা, তীর তোপ, শহর ইত্যাদি।

ধর্ম সম্বন্ধীয় : খোদা, পয়গম্বর, ফিরেশ্‌তা, বেহেশ্‌ত, দোজখ, ঈদগাহ, খানকাহ্, দরগাহ, মরদ (মূল ফার্সি মার্‌দ), নামায, রোযা, মরছিয়া, মাতম, জায়নামায, গুনাহ্, নেক্‌কার, পরহেজকার ইত্যাদি।

শিক্ষা সম্বন্ধীয় : কাগজ, পীর, বুযুর্গ, খানকাহ্ ইত্যাদি।

সভ্যতার উপকরণ সম্বন্ধীয় : আতর, আয়না, গোলাপ, গুলদানি, চশমা, দালান, মখমল, ফারাশ ইত্যাদি।

শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ক : বায়ু, বদন, পা, সিনা, গরদান, পাঞ্জা, পিশানি, যাবান, নাখন, দেল ইত্যাদি।

পোশাক-পরিচ্ছদ সংক্রান্ত : আচকান, জোব্বা, চাদর, পর্দা, শালওয়ার, পিরাহান, বায়ুবান্দ, কামারবান্দ, পোশাক ইত্যাদি।

খাদ্যদ্রব্য বিষয়ক : কালিয়া, কোপ্তা, কোর্মা, পোলাও, বিরিয়ানি, গোশত, পনির, চা, হালুয়া, কাবাব, কিমা, সব্‌জি, আনার, সিব, আঙ্গুর খারবুজা, খোরাক, কিশমিশ, পেস্তা, বাদাম ইত্যাদি।

জাতি সংক্রান্ত শব্দ : ফিরিঙ্গি (মূল ফার্সি-ফারাঙ্গি) ইত্যাদি।

ব্যবসা সংক্রান্ত : কারিগর, খানসামা, খানা, খিদমত, খিদমাদগার, চাকর, গোকানদার, বাজিকর, যাদুকর ইত্যাদি।

পরিবার ও আত্মীয়তা বিষয়ক : বাবা, বেরাদর, দাদা, খালা, দামাদ, শওহর, কানীজ, দোস্ত, ইয়ার ইত্যাদি।

স্থান বিষয়ক : হাম্মামখানা, সরাইখানা, মোসাফেরখানা, ইয়াতিমখানা, কারখানা, বালাখানা, আসমান, যমিন, বাজার, জঙ্গল ইত্যাদি।

পশু-পাখীর নাম : শের (মূল ফার্সি শীর), বুলবুল, কবুতর, বায, তোতা, গাভী (মূল ফার্সি গাভ), খরগোশ, হাইওয়ান, জানোয়ার ইত্যাদি।

সাধারণ দ্রব্য, ভাব, বিষয় ইত্যাদি বিষয়ক : আওয়ায, আব, আবহাওয়া, আতশ, আফসোস, কম, কোমর, গরম, তাজা, নরম, পেশা, লাল, সবুজ, সফেদ, হুশিয়ার, হরদম, সেতার ইত্যাদি।

ফার্সিতে মোরগ শব্দটি বাংলায় প্রচলিত মোরগ এবং মুরগী উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং ফার্সিতে পাখি অর্থেও এ শব্দটির প্রয়োগ রয়েছে। বাংলায় মোরগ বলতে পুরুষ মোরগ বুঝায়। এর সাথে একটি স্ত্রীবাচক 'ঈ' প্রত্যয় যোগ করে বাংলায় স্ত্রীবাচক মুরগী শব্দটি প্রচলিত হয়েছে।

অনেক বাংলা শব্দ ফার্সি তদ্ধিত প্রত্যয় ও উপসর্গের সাথে একাত্ম হয়ে একটি স্বতন্ত্র অর্থ ও ভাব-বিশিষ্ট শব্দ তৈরি করেছে। এক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মূল ফার্সি বিকৃত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ :

কর : এটি ফার্সিতে ছিল গার; যেমন : যাদুগার, কারিগার; বাংলায় এসে যাদুকর ও কারিগর ইত্যাদি রূপে পরিবর্তিত হয়েছে।

গিরি : এটিও বাংলায় গিরি, গিরী, গরী রূপে পরিবর্তিত হয়ে বাবুগিরি, কেরানীগিরি ইত্যাদি যুক্তশব্দ গঠন করেছে।

খোর : মদখোর, ঘুষখোর, হারামখোর ইত্যাদি ।

আন্দায : তীরান্দায, গোলন্দায ইত্যাদি।

বায : ফাঁকীবাজ, চালবাজ, মামলাবাজ ইত্যাদি।

বর : (মূল ফার্সি—বার), বরখাস্ত, বরকেলাফ ইত্যাদি।

বরদার : (মূল ফার্সি—বারদার) তল্পীবরদার, হুকুমবরদার ইতাদি।

পোরস্ত : (মূল ফার্সি—পারাস্ত) গোর পোরস্ত, পীর পোরস্ত ইত্যাদি।

পছন্দ : (মূল ফার্সি-পাছান্দ) পছন্দসই ইত্যাদি ।

খানা : দাওয়াখানা, চিড়িয়াখানা, মেহমানখানা, পায়খানা ইত্যাদি।

দার : দোকানদার, শিকদার, হানাদার ইত্যাদি।

দারী : তহসিলদারী, আরতদারী ইত্যাদি।

দান : ছাইদান, পিকদান ইত্যাদি।

দানী : গুলদানী, পিকদানী ইত্যাদি।

যাদ : গুদামজাত, বাজারজাত ইত্যাদি।

কম : (মূল ফার্সি—কাম) কমজোর, কমবখত ইত্যাদি ।

কার : নেককার, বদকার ইত্যাদি।

মাল : রুমাল, গোলমাল, জানমাল ইত্যাদি।

নবিস : (মূল ফার্সি—নাভীস) শিক্ষানবিশ, নকলনবিশ ইত্যাদি।

নশীন : (মূল ফার্সি নেশীন), গদ্দীনশীন, জা-নশীন ইত্যাদি।

না : না-খোশ, না-চার, নারায, নালায়েক ইত্যাদি।

নিম : নিমরাজী ইত্যাদি।

ফি : ফি-হপ্তা, ফি-বছর ইত্যাদি।

ব : বনাম, বকলম ইত্যাদি।

বে : বে- আক্কেল, বেকসুর, বে-আদব ইত্যাদি।

সে : সেতার, সেপায়া ইত্যাদি।

উপরোক্ত শব্দগঠন বা প্রকরণ সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষণীয়।

প্রথমত: অনেক ফার্সি শব্দ বাংলায় মূল অর্থসহ ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফার্সি 'আ' বা ' া ' চিহ্ন লোপ পেয়েছে। যেমন, কামার—কমর; গারম—গরম, নারম—নরম ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত: বাংলার সাথে ফার্সি তদ্বিত প্রত্যয় যোগ হয়ে যুক্ত শব্দ গঠিত হয়েছে। যেমন, কেরানীগিরি, বাবুগীরি ইত্যাদি।

তৃতীয়ত: বাংলার সাথে ফার্সি উপসর্গ যুক্ত হয়ে যুক্তশব্দ গঠিত হয়েছে। যেমন, দর-পত্তন, বে-গতিক ইত্যাদি।

চতুর্থত: অনেক ক্ষেত্রে এধরনের যুক্তশব্দের উভয়ই ফার্সি অথবা আরবি+ফার্সি বা ফার্সি+আরবি। যেমন,

ফার্সি: নিম-খুন,না-খোশ, কমজোর, নিমক-দানী ইত্যাদি।

আরবি+ফার্সি: আম-দরবার, খাস মহল, ঈদগাহ ইত্যাদি।

ফার্সি +আরবি: বে-আক্কেল, বেমালুম, না-লায়েক ইত্যাদি।

বাংলায় আরবি শব্দ :

আমরা পুর্বেই বলেছি সাসানিদের পতনের পর ইরানে পাহলভি ভাষাকে আরবি অক্ষরে লিখে ফার্সি ভাষার বিকাশ ঘটানো হয়। এ সময় প্রচুর আরবি শব্দ ফার্সি ভাষায় অনুপ্রবেশ করে। উপরন্তু দীর্ঘদিন আরব, তুর্কি ও মোগল শাসকদের তত্ত্বাবধানে ফার্সি ভাষার চর্চা থাকায়ও এতে আরবি, তুর্কি ইত্যাদি শব্দের প্রবেশ ঘটে। বাংলা অঞ্চলে ফার্সি দরবারি ভাষা হওয়ার পর ধীরে ধীরে আমাদের সাহিত্যে এর প্রভাব সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। মূলত বাংলা ভাষায় ফার্সির পাশাপাশি আজকে যে আরবি শব্দগুলো আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে এগুলো ফার্সির মাধ্যমেই এসেছে। তবে কিছু কিছু আরবি শব্দ সূফী-দরবেশ ও বণিকদের মাধ্যমে এসেছে এটাও সত্য। নিম্নে বাংলায় ব্যবহৃত আরবি শব্দগুলোকে কয়েকটি পর্যায়ে বিন্যাস্ত করা হলো :

প্রশাসনিক ও আইন-আদালত সম্পর্কীয় : উকিল, এজলাস, কসম, কানুন, মহকুমা, মুনসেফ, আলামত, আরযী ইত্যাদি।

ধর্ম সম্বন্ধীয় : আল্লাহ্, রাসুল, ইসলাম, ঈদ, ঈমান, তাসবিহ, জামায়াত, তওহিদ, তওবা, তেলাওয়াত, মুসলিম ইত্যাদি।

শিক্ষা সংক্রান্ত : ওস্তাদ, কলম, কিতাব, কিচ্ছা, তফসির, তরজমা, বিদায় ইত্যাদি।

সংস্কৃতি ও বিবিধ বিষয়ক : আক্কেল, আদম, আদাব, আতর, কবর, তওফিক, তসলিম, তাকবির, মিলাদ, মাহফিল, মনজিল, দুনিয়া, আখেরাত ইত্যাদি।

অনেক আরবি শব্দ হুবহু বাংলায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যেমন মাহফিল, আখেরাত, দুনিয়া ইত্যাদি।

আবার অনেক ক্ষেত্রে ফার্সির ন্যায় 'আ' বা 'া' লোপ পেয়েছে। যেমন মানজিল—মনজিল; তাসলিম—তসলিম; তাওহিদ—তওহিদ; কাবার—কবর ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি-ফার্সি শব্দের অভিধান

এ পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দ–বিষয়ক বেশ কয়েকটি অভিধান প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ডক্টর গোলাম মাকসুদ হেলালীর *Perso-Arabic Elements in Bengali* (বাংলায় আরবি-ফার্সি উপাদান); ডক্টর হরেন্দ্র চন্দ্র পাল প্রণীত *বাংলা সাহিত্যে আরবি ফার্সি শব্দ* এবং উইলিয়াম গোল্ডস্যাক রচিত *A Mussalmani Bengali-English Dictionary* (মুসলমানী বাংলা-ইংরোজি অভিধান) উল্লেখযোগ্য। নিম্নে এ তিনটি অভিধান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

MUSSALMANI BENGALI -ENGLISH DICTIONARY

ড. উইলিয়াম গোল্ডস্যাক প্রণীত এ অভিধানটিতে বাংলার মুসলমানদের দ্বারা ব্যবহৃত প্রায় ৬০০০ আরবি, ফার্সি, তুর্কি ও হিন্দি শব্দ স্থান পেয়েছে।

উইলিয়াম গোল্ডস্যাক তার ভূমিকায় আইন, গাইন, ছে, ওয়া, ও হে-এর বাংলায় উচ্চারণবিধি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন।

গোল্ডস্যাক এই অভিধানের মূল আলোচনার শুরুতে আরবি-ফার্সি বর্ণমালাগুলো বাংলা প্রতিবর্ণসহ উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে তিনি আরবি ফার্সিতে ব্যবহৃত হয় না এমন কয়টি বর্ণেরও উল্লেখ করেছেন। যেমন : টে, ডাল, ঢে। এ কয়টি বর্ণ উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্মর্তব্য যে, বিশিষ্ট লেখক আবদুস সাত্তার তাঁর *নজরুল কাব্যে আরবি ফার্সি শব্দ* গ্রন্থেও একই ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তি করে বলেন :

পাহলভী হরফ আরবী হরফে পরিবর্তন করা হয় এবং ইরানীদের আলাদা সম্মান প্রদর্শনের জন্য আরবীর চেয়ে আরও চারটি হরফ ফারসী ভাষায় প্রদান করা হয়। যেমন টে.পে.ঢে. ইয়ে ইত্যাদি [আবদুস সাত্তার ১৯৯২ : ৭৫]।

লাক্ষণীয় যে, ইরানিদের সম্মান প্রদর্শনের জন্য নয়, বরং পাহলভি ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনি প্রচলিত আরবি বর্ণমালার মাধ্যমে ফার্সি ভাষায় রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার কারণে অতিরিক্ত বর্ণগুলো গ্রহণ করা হয়। এ বিষয়ে পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি। এ ছাড়াও উপরে উল্লেখিত চারটি বর্ণের মধ্যে ইয়ে আরবি বর্ণ। অবশিষ্ট তিনটির মধ্যে কেবলমাত্র পে ফার্সিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

গোল্ডস্যাক 'অ' থেকে 'হ' বর্ণানুক্রমিকভাবে শব্দগুলোকে সন্নিবেশিত করে অভিধানটি সম্পন্ন করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি মূল শব্দ ও আরবি-ফার্সি নির্বিশেষে শব্দের পরিচয় এবং অর্থের উল্লেখ করেছেন। এতে তিনি মূল আরবি-ফার্সি উচ্চারণের উল্লেখ করেননি। দৃষ্টান্তস্বরূপ :

অকদ. A, n, A Knot; a contract, an agreement.

দ্বিতীয়ত: আরবি-ফার্সি যুক্তশব্দের ক্ষেত্রে শব্দটিকে কেবল আরবি অথবা ফার্সি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন :

অকদ নামা - A, n, A written contract, a marriage.

এক্ষেত্রে উচিত ছিল আরবি (আক্‌দ) এবং ফার্সি (নামা)-কে ভেঙ্গে চিহ্নিত করিয়ে দেয়া। কেননা এতে পাঠক বিভ্রান্ত হবেন ।

তৃতীয়ত: বাংলা ভাষায় প্রচলিত আরবি-ফার্সি অনেক ক্ষেত্রে স্ব স্ব উচ্চারণ ও গঠন হারিয়ে ফেলেছে। তাই শব্দটি মূল আরবি বা ফার্সিতে কিরূপ ছিল তা এ অভিধান থেকে জানার উপায় নেই।

তবে অনুরূপ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অভিধানটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গনে যথেষ্ট কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে।

PERSO-ARABIC ELEMENTS IN BENGALI

ড. গোলাম মাকসুদ হেলালী (১৯০০-১৯৬১) প্রণীত এ অভিধানটি ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ড.-মুহম্মদ এনামুল হকের সম্পাদনায় কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড প্রকাশ করে। অভিধানটিতে বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত ৫১৮৬টি আরবি-ফার্সি শব্দের প্রয়োগ ও অর্থ ইংরেজি ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিংশ

শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত সময়ের মধ্যে লিখিত নিম্নলিখিত বারটি বই থেকে ড. হেলালী এ সব শব্দ সংগ্রহ করে গ্রন্থিত করেছেন :

১। *আলালের ঘরের দুলাল*	প্যারীচাঁদ মিত্র
২। *ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী*	ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
৩। *আবদুল্লাহ*	কাজী ইমদাদুল হক
৪। *ছহি বড় আমির হামজা*	শাহ গরীব উল্লাহ; সৈয়দ হামজা
৫। *সোনাভান*	শাহ গরীবউল্লাহ
৬। *সহিদে কারবালা*	মুনসী শেখ মোহাম্মদ
৭। *সত্যপীরের পুঁথি*	মুন্সী ওয়াজেত আলী
৮। *গাজী কালু চম্পাবতী*	মুনশী মোহাম্মদ
৯। *ছহি বড় চাহার দরবেশ*	মোহাম্মদ দানেশ
১০। *গোলে বকাওলি ও তাজুল মুল্লুকের পুঁথি*	মুন্সী এরদত আলী
11. *Early Bengali Prose*	Siva Ratan Mitra
12. *Dialogue of the Bengali language...*	W. Carey

ড. হেলালী আলোচ্য গ্রন্থটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে আরও ৭টি অভিধান এবং ৬টি ব্যকরণ ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন।

গ্রন্থের শুরুতে ড. এনামুল হক তাঁর সম্পাদকীয় ভূমিকায় বলেন :

> The present book "Perso Arabic Elements in Bengali" is a lexicographical work. It aims at giving a lexical account of Perso-Arabic words which were used freely in Bengali literature by the Hindus and Muslims alike during the British period-- publication of such a lexicographic work in Bengali was a long-felt want. Scholars interested in the intensive study of Bengali language and its development, were badly in need of a dictionary like this. Public also are not aware of the full extent of Perso-Arabic element presents in modern Bengali. I hope this book will meet their requirements to a considrable extent.

আলোচ্য গ্রন্থের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে Editor's Notes শিরোনামের সাত পৃষ্ঠার একটি বক্তব্য। এতে গ্রন্থকার কর্তৃক গৃহীত কতকগুলি

মূলনীতির আলোচনা করে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ১৬টি ফার্সি তদ্ধিত প্রত্যয় ও উপসর্গের পরিচয় ও প্রয়োগ দৃষ্টান্ত-সহকারে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও বাংলা ভাষায় এসব প্রত্যয় ও উপসর্গের সম্পৃক্ত হওয়ার বিবর্তন প্রক্রিয়াও দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ :

গাঁজা খোর = গাঁজার প্রতি আসক্ত ব্যক্তি.
বিবর্তন প্রক্রিয়া : সংস্কৃত= গান্জিকা>গান্জা>গাঁজা+ ফার্সী খোর=গাঁজাখোর
গোলন্দাজ =গোলা নিক্ষেপকারী।
বিবর্তন প্রক্রিয়া : সংস্কৃত =গোলাকা> গোলাআ>গোলা+ ফার্সী আন্দায=গোলন্দায

আলোচ্য অভিধানটি বাংলা অ বর্ণ থেকে হ বর্ণতে গিয়ে শেষ হয়েছে। প্রথমে বাংলা শব্দ দেয়া হয়েছে, তারপর ব্রাকেটে শব্দের পরিচয় (আরবি না ফার্সি), অতঃপর রোমান ভাষায় এর উচ্চারণ, ব্রাকেট শেষে অর্থ। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথম শব্দের উল্লেখ করা যেতে পারে :

অইরান—(Pers.wiran) desolate; ruined; depopulated

প্রত্যয় উপসর্গ ইত্যাদি যেখানে যুক্ত হয়েছে তার যথাযথ উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ :

আকবর নামা–(Akbar—name of a famous Mughal emperor; Pers ... nama—book) name of a famous book written by Abul Fazal, dealing with reign of emperor Akbar.
আযগৈবি (Pers. az-from; Ar.ghaib—unseen world) uncommon; extra ordinary; wonderful; impossible; supernatural.

এখানে উল্লেখ্য যে, আরবি গায়েব-এর ইংরেজি অর্থ হচ্ছে the invisible or mysterious, hidden things. [ARYANPUR ১৯৯০ : ৮৪৩]। কিন্তু এক্ষেত্রে অর্থ করা হয়েছে unseen world। এখানে world শব্দটি অতিরিক্ত কেননা Alamul-ghaib অর্থে invisible বা unseen world ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আরও লক্ষণীয় যে, অনেক ক্ষেত্রেই আরবি উচ্চারণ ও ফার্সি উচ্চারণ নির্দেশ করতে গিয়ে দুটি আরবি উচ্চারণের একটি আরবি এবং অপরটিকে ফার্সি উচ্চারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

দৃষ্টান্তরূপ : কাজী (Ar. qadi, Persian qazi) judge; administration of criminal justice.

এখানে উল্লেখ্য যে, মূলত qadi এবং qazi এ দুইটিই আরবি উচ্চারণ হিসাবে প্রচলিত আছে; তবে ইরানিরা qazi (ক্বাজি) এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই gazi (গ্বাজি) উচ্চারণ করে থাকে। অর্থাৎ ফার্সিতে গাইন এবং ক্বাফ এর উচ্চারণগত কোনো তফাৎ করা হয় না। যেমন "আক্বা" ফার্সিতে অ-গ্বা হিসাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে। কিন্তু আলোচ্য অভিধানে এ ধরনের কোনো আলোচনা না করে প্রচলিত দু'ধরনের আরবি উচ্চারণের একটি আরবি এবং অপরটিকে ফার্সি উচ্চারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে ড. হেলালী প্রতিটি শব্দের উচ্চারণগত পার্থক্য নির্দেশের সময় আরবি শব্দের উচ্চারণ আরবি উচ্চারণ হিসেবেই লিখেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফার্সিতে কিভাবে উচ্চারিত হয় তা নির্দেশ করেন নি। যেমন :

হেফজ [Ar. hifz]; অথচ এ ক্ষেত্রে মূল ফার্সিতেও hefz উচ্চারিত হয়।

অনুরূপভাবে আরবি ওয়া বর্ণটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফার্সিতে ভা উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা : দামাভান্দ, আভ্ভাল ইত্যাদি; কিন্তু ড. হেলালী সবক্ষেত্রেই আরবি নিয়মে ওয়া-র ব্যবহার করেছেন। ফার্সিতে আরবি শব্দের শেষের যুক্ত 'তে' 'হ' এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। যেমন : আরবি 'জুমলাতুন'; ফার্সি জুমলাহ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ড. হেলালী তার অভিধানে এ নিয়ম অনুসরণ করেছেন। কিন্তু বর্তমানে এসব ক্ষেত্রে 'তে' কে 'হে' বর্ণে রূপান্তরের সময় পূর্ব অক্ষরের নীচে যের চিহ্ন-এর প্রয়োগ বহুল প্রচলিত। এ বিষয়ে তিনি কিছুই বলেন নি। আবার অনেক ক্ষেত্রেই এই হে বর্ণও লোপ পেয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ :

জুমলাহ	জুমলেহ জুমলে	
নামাহ	নামেহ	নামে
খানাহ	খানেহ	খোনে, ইত্যাদি।

ড. হেলালীর এ শব্দকোষ বা অভিধান বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিকরের সন্ধানে আমাদেরকে যুগ যুগ ধরে অনুপ্রাণিত করবে।

বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফার্সী শব্দ

ড. হরেন্দ্র চন্দ্র পাল প্রণীত এ অভিধানটি ১৯৬৭ সালের জুন মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যের কোথায় কিভাবে ফার্সি শব্দের ব্যবহার হয়েছে তিনি দৃষ্টান্তসহকারে তা উল্লেখ করেছেন। আর এ পর্যায়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রায় শতাধিক গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটি একটি মহৎ উদ্যোগ। এ অভিধানের মাধ্যমে একদিকে যেমন বাংলায় ব্যবহৃত আরবি-ফার্সি শব্দের পরিচয় ও অর্থ জানা যায়, তেমনি কোন লেখক বা কবি স্ব স্ব সাহিত্যসম্ভারে কিভাবে আরবি-ফার্সি শব্দের ব্যবহার করেছেন তাও জানা যায়। এককথায় বলা যায়, বাংলায় আরবি-ফার্সি শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ ও ক্রমবিকাশের এটি একটি দলিল। সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই এই অভিধানের ভূমিকা লিখতে গিয়ে বলেন :

> বাক্যের মধ্যে আরবী-ফার্সী শব্দগুলি বিভিন্ন গ্রন্থকার কে কিভাবে ব্যবহার করেছেন ডক্টর পাল তার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বাংলা ভাষার ধ্বনি প্রকৃতিতে এ শব্দগুলি কি পরিবর্তন লাভ করেছে প্রথমে তার উল্লেখ করেছেন এবং আরবী ও ফার্সী ভাষার মৌলিক রূপ কি ছিল তিনি তাও দেখিয়েছেন। যা তিনি দেখানটি তা হচ্ছে এ শব্দগুলির কোনটি সর্বপ্রথম কে কি অর্থে ব্যবহার করলেন। অন্য গ্রন্থকারের হাতে কালক্রমে সে শব্দটি অর্থের দিক দিয়ে কোনো পার্থক্য লাভ করলো কি না। এ ধরনের আবিষ্কার সময় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ এবং কারো একার পক্ষে তা সম্ভবও নয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত *A New English Dictionary (NED)*-র ধরনে আমাদের দেশে যদি কোনো দিন বাংলা শব্দাবলীর কিংবা বাংলায় ব্যবহৃত আরবী-ফার্সী শব্দের অভিধান প্রণীত হয় সেদিন ডক্টর পালের গ্রন্থটি আদর্শ হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ড. পালের এ অভিধানে আলোচিত শব্দাবলি বিশেষত পশ্চিম বাংলার সাহিত্য-কেন্দ্রিক। এ প্রসেঙ্গে ড. পাল তার অভিধানের ভূমিকায় বলেন :

> এখানে একটি ত্রুটির উল্লেখ না করে পারছি না। আমার সঙ্কলন অনেকটা সীমাবদ্ধ পশ্চিম বাংলায় প্রাপ্ত বাংলা সাহিত্যের শব্দ ভাণ্ডারে।
>
> বর্তমান কালের পূর্ব বাংলার সাহিত্যের শব্দ-ভাণ্ডার তুলনা করলে আরো অনেক শব্দই যোগ করা যেত, কিন্তু যথাসময়ে সেই সাহিত্যাদি হস্তগত না হওয়ায় যে সুযোগে বঞ্চিত হয়ে আমি দুঃখিত ও লজ্জিত মনে করছি।

ড. পাল 'অ' বর্ণ থেকে শুরু করে 'হ' বর্ণে তাঁর অভিধান শেষ করেছেন। শব্দের বহুমুখী ব্যবহার, অর্থ, আরবি-ফার্সি নির্বিশেষে শব্দের পরিচয় এবং বাংলা সাহিত্যের কোন গ্রন্থে শব্দটি কোন ছত্রে বা পংক্তিতে কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা দৃষ্টান্তসহকারে উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ :

> অক্ত,আক্ত, ওক্ত, ওয়াক্ত, বকৎ (যেমন, হর বকৎ)-সময় আঃ বক্কৎ।
> তুঃ.পুঃ গীতিকা, ৩ঃ চুরি কর ক্ষতি নাই শুন আমার কথা; পাঁচ আক্ত নামাজ পড় না কর অন্যথা। পুঃ আ, ঘ, দুলালঃ মুইও ওক্ত বুঝে হাত মারবো (পৃ. ১)।

এখানে 'তু' তুলনীয় অর্থে এবং পুঃ গীতিকা *পূর্ববঙ্গ গীতিকা* (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) অর্থে। অনুরূপভাবে 'পু'ঃ পুনরায় অর্থে এবং 'আ, ঘ দুলাল', *আলালের ঘরের দুলাল* অর্থে ব্যবহার করেছেন। এবং অভিধানের শেষে অভিধানে ব্যবহৃত এরূপ সংকেতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ধারানুক্রমিকভাবে লেখক ও পুস্তকের নাম এবং ব্যবহৃত সংকেত উল্লেখ করেছেন।

লেখক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে প্রতিটি শব্দ সাজিয়েছেন, তবে কোনো শব্দ যদি অন্য শব্দের হুবহু অর্থ হয় সেক্ষেত্রে কেবল ঐ শব্দ নির্দেশ করেছেন। উদাহারণস্বরূপ :

অকল—আকল দ্রষ্টব্য।

অনুরূপভাবে, আলাহিদা—আলাদা দ্রষ্টব্য।

ফার্সি ও আরবি প্রত্যয় ও উপসর্গ স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেছেন এবং এক্ষেত্রেও আরবি-ফার্সি পরিচয় নির্দেশ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ :

> আলী—প্রধান, মহৎ। আঃ আলী। আন. বা আলিয়ান—মহৎ ব্যক্তিগণ। আ : আলীয়ান্। জাঃ ফাঃ জাহ-গৌরব। সান্-অতি বৃহৎ বা মহৎ ব্যক্তি; আঃ শান্।

উল্লেখ্য যে, ড. পাল এখানে 'আলী অর্থে প্রধান শব্দের প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু আরবরা প্রধান অর্থে সাধারণত 'রইছ' শব্দের ব্যবহার করে থাকেন। এক্ষেত্রে (ব্যক্তির ক্ষেত্রে) বিখ্যাত, বিশিষ্ট এবং গুণাবলির ক্ষেত্রে মহৎ গুণের অধিকারী হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

আরবি-ফার্সি শব্দের উচ্চারণের ক্ষেত্রে প্রায়শই ত্রুটি লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ :

আরবি : আলম— পৃথিবি, আঃ আলম।

এখানে আরবি উচ্চারণ হবে আলাম।

ফার্সি : আঙ্গুর— দ্রাক্ষা, ফাঃ অন্‌গুর।

এখানে অন্‌গুর নয়, বরং ইরানীরা আঙ্গুর বা আন্‌গুরই উচ্চারণ করে থাকে।

অনুরূপভাবে আজরাহে— জবরদস্তি-এর ফার্সি উচ্চারণে লিখেছেন আজারাহি— জবরদস্তী। মূলত এখানে হবে আজরাহে— জাবারদাস্তী।

দেখা যায় যে, ড. পাল আরবি-ফার্সি নির্বিশেষে উচ্চারণের ক্ষেত্রে 'জবর' বা 'আ' ধ্বনিটি প্রায় সর্বত্রই আগ্রাহ্য করেছেন।

আরবি ব্যাকরণ নির্দেশনাতেও ড. পালের দুর্বলতা রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ :

'আলামিন' এর অর্থ লিখেছেন উভয় পৃথিবী এবং বলেছেন-ইন আরবি দ্বিবচনের চিহ্ন। প্রথমত আরবি 'ইন' শব্দটি দ্বি-বচন নয়, বহুবচনের চিহ্ন। যেমন:

মোছলেমীন (মুসলেম + ইন) অর্থ মুসলমানগণ :

আর আরবি দ্বি-বচনের চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয় 'আইন'। যেমন :

রাজুলুন অর্থ একজন লোক, রাজুলাইন (রাজুল + আইন) অর্থ দুই জন লোক।

আরবি বা ফার্সি শব্দের শেষে হে (অথবা আরবি 'তে' থেকে ফার্সিতে রূপান্তরিত 'হে' এ বিষয়ে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি) থাকলে সেক্ষেত্রে দু'টি নিয়ম প্রচলিত আছে :

প্রথমত, শব্দকে স্বাভাবিক অবস্থায় রেখে দেওয়া; যেমন অইয়ান্দাহ (ড. পাল লিখেছেন আইন্দহ এবং তিনিও ড. হেলালীর ন্যায় পূর্বাপর এই নিয়মটি অনুসরণ করেছেন।)

দ্বিতীয়ত, হে বর্ণের পূর্বের অক্ষরে জের দেয়া; যেমন, অইয়ান্দেহ। বর্তমানে এ নিয়মটিই বহুল প্রচলিত।

ড. হেলালীর ন্যায় ড. পালও কাফ এবং গাইন-এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। কিন্তু ফার্সিতে এ দু'টি বর্ণের উচ্চারণ প্রায় একই। যেমন :

(আরবি) ওয়াক্বেইয়্যাত > (ফার্সি) ওয়াগ্বেইয়্যাত।

ওয়া শব্দটি আরবিতে ওয়া (Wa): ক্ষেত্রবিশেষে ফার্সিতেও ওয়া ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং সাধারণ ফার্সি ভা (va) হিসেবে ব্যহৃত হয়। কিন্তু ড. পাল এসব ক্ষেত্রে 'ব' গ্রহণ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ :

আওল, আউল, আউওল, আওয়াল — প্রথম, শ্রেষ্ঠ। আঃ আব্‌বল।

এখানে আরবি উচ্চারণে আওয়াল (Awwal) এবং ফার্সির ক্ষেত্রে আভ্‌ভাল (Avval) উচ্চারিত হওয়াই অধিকতর যক্তিযুক্ত।

পরিশেষে বলা যায় যে, ড. হরেন্দ্র চন্দ্র পালের এ অভিধান বাংলা সাহিত্যের উত্তরণ এবং স্বরূপ অন্বেষার ক্ষেত্রে এক অপূর্ব সৃষ্টি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে যুগযুগব্যাপী দিক-নির্দেশক হিসেবে এ গ্রন্থটি সমাদৃত হবে।।

গ্রন্থপঞ্জি.

বাংলা

আবদুল করিম ১৯৭৭ — *বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল*। ঢাকা।

আবদুস সাত্তার ১৯৯৫ — *নজরুল কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ*। ঢাকা।

মুহম্মদ এনামুল হক ১৯৬৫ — *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*। ঢাকা।

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ১৯৮৩ — *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য*। ঢাকা।

হরেন্দ্র চন্দ্র পাল ১৯৬৭ — *বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফার্সী শব্দ*। ঢাকা।

আবদুস সাত্তার ১৯৫৯ — *তারীখে মাদ্রাসায়ে আলীয়া*। ঢাকা।

ফার্সি ও উর্দু

খাজা নিজামুদ্দীন আহমদ ১৯২৭-৩১ — *তাবাকাতে আকবরী*। কলকাতা।

জাবিহুল্লাহ সাফা ১৩৬৩ (সৌর বৎসর) — *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*. ১ম খণ্ড। তেহরান।

নছরতুল্লাহ মঈনিয়ান ১৯৭৪ — *কারনামায়ে বুযুরগানে ইরান*। তেহরান।

মকবুল বেগ ১৯৬৭ — *তারিখে ইরান*, ১ম খণ্ড। তেহরান।

রেজা জাদেহ শাফাক ১৯৭৪ — *তারিখে আদাবিয়তে ইরান*। তেহরান।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় (ইরান) ১৯৭০ — *তারিখে আদাবিয়াত*। তেহরান।

শিবলী নোমানী ১৩২৫ (সৌর বৎসর) — *শে'রুল আযম*, ৫ম খণ্ড। লাহোর।

সালিম নিছারী ১৩২৮ (সৌর বৎসর) — *তারিখে আদাবিয়তে ইরান*। তেহরান

সৈয়দ মুস্তাফা আলী ১৯৭০ — *ইংরেজুঁ কী লিসানী পলিসি*। করাচী।

ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ১৩৭০ (সৌর বৎসর) — *মিরাছে জাভেদান*, ১ম খণ্ড। ইসলামাবাদ।

ইংরেজি

ALI, K.M. Ayub ১৯৮৩ — *History of Traditional Islamic Education in Bangladesh*।

ARYANPUR, Abbas. ১৯৯০ — *The Concise Persian English Dictionary*। তেহরান।

HELALI, GOLAM MAQSUD ১৯৬৭ — *Perso-Arabic Elements in Bengali*। ঢাকা।

HAQUE, Enamul ১৯৬৮ — *Nawab Bahadur Abdul Latif: His Writings and Related Documents*. ঢাকা।

IKRAM, S. M — *The Cultural Heritage of Pakistan*। লন্ডন।

ISHAQ, Muhammad ১৯৭৬ — *India's Contribution to the Study of Hadith Literature*. ঢাকা।

MAHMOOD, Syed ১৮৯৫ — *History of English Education*। আলিগড়।

SACK, Gold ১৯৭০ — *Mussulmani Bengali-English Dictionary*. ঢাকা।

SARTON, Georsge ১৯৭৪ — *History of Science* [অনুবাদ : গোলাম হোসেইন]। তেহরান।

SHOJAKHANI, M. ও RIKHTEHGARAN, M. R (সম্) ১৯৯৫ — *Indo-Iranian Thought : A World Heritage*। দিল্লী।

WASTI, Syed Rizvi (সম্) ১৯৬৮ — *Memories and Other Writings of Syed Amir Ali*। লাহোর।